ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১৪ তম সংখ্যা

১৬ শ্রাবণ ১৪২৩, ৩১ জুলাই ২০১৬

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ২৫ জুলাই ২০১৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

জঙ্গি সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। গত ২৫ জুলাই ২০১৬ ক্যাম্পাসে জঙ্গিবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মানববন্ধন কর্মসূচীতে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, ঢাবি শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এস এম বাহালুল মজনুনসহ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এ সময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর এবং অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক মিজ নীলিমা আকতার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এবিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকলকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করতে (*২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বরেণ্য সংগীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনকে "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার" প্রদান

দেশের বরেণ্য সংগীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনকে "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার" প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড"-এর উদ্যোগে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ২৮ জুলাই ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে তাঁর হাতে এই স্বর্ণপদক ও পুরস্কার তুলে দেন। প্রয়াত শিল্পী ফিরোজা বেগমের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন এসিআই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা এম আনিস উদ দৌলা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)। এ সময় প্রয়াত শিল্পী ফিরোজা বেগমের দুই ছেলে শাফিন আহমেদ ও হামীন আহমেদসহ দাতা পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার' লাভ করায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নন্দিত কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, একজন কিংবদন্তী শিল্পীর নামে প্রবর্তিত স্বর্ণপদক ও পুরস্কার আরেকজন কিংবদন্তী শিল্পীকে প্রদান করা হলো। উপাচার্য সংগীতের ভাষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সর্বজনীন ভাষা হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত উদ্দীপনামূলক সংগীত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। সে সময় নিউইয়র্কে আয়োজিত জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। উপাচার্য চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, একটি দেশের সংগীতের মান দেখে সেদেশের সার্বিক শাসন ব্যবস্থা ও জাতির নৈতিক চরিত্রের মান বোঝা যায়। শিল্পী ফিরোজা বেগম এদেশের সংগীত মানের উৎকর্ষ সাধন করেছেন এবং শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "জননন্দিত শিল্পী ফিরোজা বেগমের নামে প্রবর্তিত স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার প্রাপ্তি আমার জীবনের অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা"। এই দিনটিকে তিনি অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের দিন হিসাবে বর্ণনা করেন। ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ডের প্রথম পুরস্কারটি তাঁকে প্রদান করায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও জুরি বোর্ডকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের ২০১৫ সালের বিএ সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় পার্থ প্রতীম মিত্রকে অনুষ্ঠানে "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার" প্রদান করা হয়। এছাড়া, সংগীত বিভাগের ৩য় বর্ষের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র মো: নজরুল ইসলাম মাসুদ খানকে বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, শিল্পী ফিরোজা বেগম ১৯২৬ সালের ২৮ জুলাই ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের উদ্বোধন করলেন সায়েমা ওয়াজেদ হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ বৈকল্য (কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস) বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৭ জুলাই ২০১৬ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশিষ্ট শিশু মনস্তত্ত্ববিদ ও অটিজম বিষয়ক বাংলাদেশ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সায়েমা ওয়াজেদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বিভাগের উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সায়েমা ওয়াজেদ হোসেন বলেন, যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগাযোগ বৈকল্য বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা না হলে মানুষের মাঝে, সমাজের মাঝে উন্নতি সৃষ্টি করা যাবে না। যোগাযোগের উন্নতি না হলে সমাজ এগিয়ে যাবে না, দেশ এগিয়ে যাবে না। ব্যক্তি মানুষের এই সমস্যা পরিবার সমাজকে প্রভাবিত করে তাই এই বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন- তোতলানো বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা নয়, মানুষের ভুল বোঝার জন্যে এ ধরনের ধারণা হয়; যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন। সমাজের মানবিক ও মানসিক অগ্রগতির সূচনার জন্য এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। তাই উন্নত সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সায়েমা ওয়াজেদ হোসেন বিভাগের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পূর্ব নির্ধারিত ও তার অভিপ্রায় অনুযায়ী এই বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শত ব্যস্ততার মধ্যেও উপস্থিত থাকার জন্য প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, আজ এক ঐতিহাসিক স্থানে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি যে স্থান থেকে জাতির জনক স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। এই ভবন থেকে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই ভবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেসময়ে বৃটিশ সংবাদপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট-এর সাথে এই ভবনের তুলনা করা হতো। এই ভবনে ১৫ আগস্ট ঘাতকেরা হত্যা করেছিল বঙ্গবন্ধুকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। বঙ্গবন্ধু ভবনে আসা তাই এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। উপাচার্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধা জানান ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জাতির পিতা এই বাংলাদেশ স্বাধীন না করলে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হতো না, নতুন বিভাগ হতো না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রিক চিকিৎসা ও শিক্ষার উপর প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান ছাড়াও শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটে এ ধরনের বিশেষায়িত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

উপাচার্য বলেন, মানসিক সমস্যা সমাধানে শারীরিক শিক্ষার সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, হতাশার মাঝেও আশার আলো দেখতে হবে। কিছু লোক আজ বিপথগামী হয়েছে। সন্তানদের সন্ত্রাসের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে যোগাযোগ স্বাস্থ্যের সাথে সাথে সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করতে হবে। পরিশেষে উপাচার্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

'তথ্য অধিকার আইন কি এবং কেন' শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে "তথ্য অধিকার আইন কি এবং কেন" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. খুরশিদা বেগম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য কমিশনের পরিচালক জাফর রাজা চৌধুরী। (*৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "তথ্য অধিকার আইন কি এবং কেন" শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান। এসময় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. খুরশিদা বেগম এবং টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২ জুলাই ২০১৬ ঢাবি চারুকলার বকুলতলায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে দিনব্যাপী 'বর্ষা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

মহাশ্বেতা দেবীর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বরেণ্য সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৮ জুলাই ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন বাঙালি সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী। তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে একটি নক্ষত্রের পতন হলো।

উপাচার্য মহাশ্বেতা দেবীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মহাশ্বেতা দেবী ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকায় বিদ্যালয় স্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ঘটক পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

মহাশ্বেতা দেবীর পিতা মনিষ ঘটক ছিলেন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও কবি। তাঁর মা ধরিত্রী দেবী ছিলেন একজন কবি ও সুলেখিকা। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছিলেন তাঁর কাকা। তাঁর সন্তান নবারুন ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

প্রথম জীবনে মহাশ্বেতা দেবী কোলকাতার বিজয়গড় কলেজে ১৯৬৪ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময়েই মহাশ্বেতা দেবী সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত হন মূলত আদিবাসী ও নারীদের ওপর মূল্যবান লেখনী ও সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে। বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে মহাশ্বেতা আদিবাসী ও নারী নিগ্রহ, শোষণ- বঞ্চনার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করেছে। তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এবং সাহিত্য ব্রহ্ম সম্মানে ভূষিত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্গবিভূষণ সম্মানেও সম্মানিত করে। মহাশ্বেতা দেবী আন্তর্জাতিক 'র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার' অর্জন করেন।

উল্লেখ্য, মহাশ্বেতা দেবী গত ২৮ জুলাই ২০১৬ বৃহস্পতিবার কোলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিলের মরদেহে উপাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদন

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিলের মরদেহে গত ২২ জুলাই ২০১৬ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্য তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থেকে আন্দোলন করেছিলেন শিরিন বানু মিতিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্র রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট মিতিল ছেলেদের পোশাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। প্রগতিশীল নারী আন্দোলনে, সামাজিক আন্দোলনে সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচারের দাবিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন শিরিন বানু মিতিল। তিনি ছিলেন উন্নয়ন সংগঠক। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকার জন্য তিনি কিংবদন্তিতে পরিণত হন।

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শিরিন বানু মিতিল ১৯৫০ সালের ২ সেপ্টেম্বর পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। মা সেলিনা বানু পাবনা জেলার ন্যাপের সভানেত্রী এবং যুক্তফ্রন্টের এমপি ছিলেন। বাবা খোন্দকার শাহজাহান মোহাম্মদ ছাত্রজীবন থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিবারের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার সূত্রে স্কুলজীবনেই ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন তিনি। একাত্তরে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পাবনা জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী এবং কিছু সময়ের জন্য পাবনা জেলা মহিলা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাবনা পুলিশ লাইনে প্রতিরোধ যুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পুরুষবেশে অংশ নেন। পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে জনতার যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে তিনি অংশ নেন। যুদ্ধে ৩৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ৯ এপ্রিল নগরবাড়ীতে যুদ্ধের সময় পাবনার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তিনি ভারতে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত নারীদের একমাত্র প্রশিক্ষণ শিবির 'গোবরা ক্যাম্প'-এ যোগ দিয়েছিলেন। পরে মেজর জলিলের নেতৃত্বাধীন ৯ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় পড়াশোনা করতে যান মিতিল। সেখানকার পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশুনা শেষে ১৯৮০ সালে দেশে ফিরে আসেন তিনি।

নারীমুক্তি আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি স্টেপসের সাময়িকী 'উন্নয়ন পদক্ষেপ'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, খেলাঘর প্রভৃতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনে ও কর্মকা- সক্রিয় ছিলেন আমৃত্যু।

উল্লেখ্য, শিরিন বানু মিতিল গত ২০ জুলাই ২০১৬ বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদুল জামিয়ায় প্রথম জানাজা এবং কুমিল্লায় দ্বিতীয় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাছুমা খাতুনের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়নমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং লক্ষ্মীপুর -৩ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম শাহজাহান কামালের মাতা মাছুমা খাতুনের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৫ জুলাই ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য মাছুমা খাতুনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৪ জুলাই ২০১৬ রবিবার রাতে মাছুমা খাতুন রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। পরদিন ২৫ জুলাই ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদুল জামিয়ায় প্রথম জানাজা ও লক্ষ্মীপুরের লাহারকান্দিতে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অধ্যাপক ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী'র মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৪ জুলাই ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ছিলেন বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, ভাষাসংগ্রামী, গবেষক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। তিনি পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ১৯৩১ সালের ১ জানুয়ারি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় তৎকালীন সমগ্র আসাম প্রদেশে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন ও ১৯৫১ সালে এমসি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স এবং ১৯৫৫ সালে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছরই রাজশাহী কলেজের শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে 'এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি' বিষয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। 'হিউম্যান ইনসুলিন' তাঁর মৌলিক আবিষ্কার। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বীকৃত জার্নালে তাঁর ৪০টিরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া, উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী নিজস্ব জায়গায় সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ২০১০ সাল পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির ফেলো ও ১৯৯৪-৯৬ সালে সংগঠনটির সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ক্রিস্টালোগ্রাফির সদস্য ছিলেন।

উল্লেখ্য, গতকাল ২৩ জুলাই ২০১৬ শনিবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জঙ্গি সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না-উপাচার্য

(*১ম পৃষ্ঠার পর) হবে। জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে কোন তথ্য পেলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য বলেন, উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী চিহ্নিত চক্র দেশে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দেশের নাগরিক হত্যা করে তারা আতঙ্ক ছড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরণের অপতৎপরতায় শঙ্কিত না হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে তা মোকাবেলার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, একাত্তরের বিশ্বাস-ঘাতকদের মত জঙ্গিদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনে সব কিছু করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ দেশের জনগণ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আজ আবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। উপাচার্য জঙ্গিবাদ নির্মূলে দেশের গণমাধ্যমের চলমান ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ লাভ করায় গত ২৭ জুলাই ২০১৬ তাঁকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহফুজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. মো. মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ লাভ করায় অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁর এই অর্জন, উন্নতি ও অগ্রগতিতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যেমনি আনন্দিত, তেমনি আমি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলেই আনন্দিত। তাঁর জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনা কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আমার ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ। আমার বড় পরিচয় হচ্ছে আমি এই বিভাগের অধ্যাপক। এই বিভাগের রয়েছে ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিচরণকারী অনেক স্বনামধন্য অধ্যাপক। এসব স্বনামধন্য অধ্যাপকের জীবনদর্শন ও আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, মানুষের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ক্ষণিকের। একজন শিক্ষকের মর্যাদা এবং সম্মান সব সময় অক্ষুন্ন ও অটুট থাকে, যদি তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে থাকেন এবং শিক্ষাদানে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। তাই আমি আমার বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজ দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

গুলশানে জঙ্গি হামলায় নিহত জাপানি নাগরিকদের স্মরণে শোকসভা ও মৌন মিছিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপান স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরায় বর্বরোচিত জঙ্গি হামলায় নিহত ৭জন জাপানি নাগরিক স্মরণে "ছাত্র-শিক্ষক প্রতিবাদী শোকসপ্তাহ" পালন উপলক্ষে গত ১৯ জুলাই ২০১৬ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শোকসভা এবং মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়।

জাপান স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে জঙ্গিবাদের কোনো ঠাঁই নেই। তাই এই জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটনে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে কাজ করতে হবে। হালকাভাবে না নিয়ে বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স ম আলী রেজা, জাপান স্টাডি সেন্টারের খন্ডকালীন শিক্ষক অধ্যাপক শফিকুজ্জামান প্রমুখ।

শোকসভা শেষে প্রো-উপাচার্যের নেতৃত্বে মৌন মিছিলটি অপরাজেয় বাংলা থেকে শুরু হয়ে কলা ভবনের সামনে এসে শেষ হয়।

উল্লেখ্য, সপ্তাহব্যাপী অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল ২০ জুলাই গুলশানের হামলাস্থলে বেলা ১২টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ, ২১ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সন্ধ্যা ৬টায় প্রার্থনা এবং ২৫ জুলাই আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে বিকাল ৫টায় আলোচনা সভা।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

চীনা সাংস্কৃতিক দল

চীনের শিয়ামিন ফেডারেশন অব লিটারারি এন্ড আর্ট-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মি. লিন কি-এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিকদল গত ১৯ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন শিয়া এইশিন, লিন লিয়াং ফেং, ডু তং ইয়ান, ঝা ইয়ংবিন, সু শুয়ান এবং ইয়াং জিংচু।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত যৌথ শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক দল ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দু'দেশের শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উন্নয়নে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ভাষা-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই দ্বি-পাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সম্প্রতি চীনের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৫৭ সালে চীন সফর করেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

ফ্রান্সের ভূ-প্রকৃতিবিদ

ফ্রান্সের পাউল সাবাটিয়ের ইউনিভার্সিটির Institute de Recherché Pour le Development-এর গবেষণা পরিচালক ও উর্ধ্বতন গবেষক বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতিবিদ স্টিফান ক্যালমান্ট গত ২৬ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ তার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পাউল সাবাটিয়ের ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি ও সমুদ্র বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিনিময় কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা নিয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করায় অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জো হিয়ুন গিয়ু গত ২৯ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

চীনের শিয়ামিন ফেডারেশন অব লিটারারি এন্ড আর্ট-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মি. লিন কি-এর নেতৃত্বে ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিকদল গত ১৯ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ফ্রান্সের পাউল সাবাটিয়ের ইউনিভার্সিটির Institute de Recherché Pour le Development-এর গবেষণা পরিচালক ও বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতিবিদ স্টিফান ক্যালমান্ট গত ২৬ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি যোগাযোগ স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে - উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডিইউএমসিজেএএ) এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছেন, "জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সকলকে যোগাযোগ স্বাস্থ্যের উন্নয়নেও সচেষ্ট হতে হবে।" গত ৩০ জুলাই, ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সেমিনার কক্ষে (২য় তলা) অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ডিইউএমসিজেএএ-এর সভাপতি মো. আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে এই বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার দাস ও সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ পিপুল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। সভায় দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমে কর্মরত এই বিভাগের বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান উপদেষ্টা ড. সাখাওয়াত আলী খান, প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান, সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুস সালাম এবং বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য ও ডিইউএমসিজেএএ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন একাডেমিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে এ সংগঠনটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, ভবিষ্যতে ডিইউএমসিজেএএ-একটি আদর্শ সংগঠনে সকলের নিকট পরিচিত হবে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গে বলেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। যথাযথ যোগাযোগ চিকিৎসা ব্যবস্থা সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সমাজের ও দেশের উন্নয়নে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার প্রতি উপাচার্য গুরুত্বারোপ করেন।

'তথ্য অধিকার আইন কি এবং কেন' শীর্ষক সেমিনার

(*১ম পৃষ্ঠার পর) অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. খুরশিদা বেগম তাঁর মূল প্রবন্ধে চেতনার দিক থেকে তথ্য অধিকার আইনের নানা দিক উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন দুটি কাজ করে থাকে। প্রথমটি তথ্য সরবরাহকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দ্বিতীয়টি জনগণকে অবহিতকরণ। অধ্যাপক খুরশিদা তাঁর প্রবন্ধে বলেন, তথ্য অধিকারের মূল দার্শনিক ভিত্তি ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে। বঙ্গবন্ধু ভাষণের শুরুতে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন", তাই 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'টি জনগণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। যার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে।

প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, তথ্যের অভাবে একসময় দেশে সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে 'তথ্য অধিকার আইন'র মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। আমাদের ভেতরে তথ্য লুকিয়ে রাখার সংস্কৃতি রয়েছে। যেহেতু এদেশের মালিক জনগণ তাই তথ্যটাকে লুকিয়ে রাখা এখন আর সম্ভব নয়। তবে আইন থাকলেই হবে না, এর প্রায়োগিক দিকটা বিবেচনা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আইনটি কাজে লাগবে। এই তথ্যের অধিকার দিয়ে একজন নাগরিক তার জীবনকে সাজাতে পারবে। সরকারের সকল স্তরে স্বচ্ছতা থাকলে দেশে দুর্নীতি কমে যাবে। এই আইনটি আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। পাশাপাশি তরুণদের এ ব্যাপারে আরও উজ্জীবিত করা প্রয়োজন। অনেক গুরুত্বের সাথেই আইন জানতে ও কাজ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ ধরনের একটি সেমিনারের আয়োজন করায় আয়োজকদের ও অতিথিদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'তথ্য অধিকার আইন' যে লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পূর্বে সরকারি অনুমোদন ছাড়া তথ্য প্রাপ্তি সম্ভবপর ছিল না। তবে এখন একজন ব্যক্তি সরাসরিভাবে তথ্য চাইতে পারছেন। অর্থাৎ উন্মুক্ত পরিবেশে কাজটি হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যাতে তথ্য পেতে অসুবিধায় না পড়েন সেদিক বিবেচনা করে এই আইন প্রণীত হয়েছে। আসলে তথ্য এমন একটি ক্ষেত্র যা দেশের সকল মানুষকে সম্পৃক্ত করে। তথ্য পাওয়ার অধিকার মানুষের গর্বিত অধিকার। তথ্য প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে সামাজিক বিকাশ ও প্রবণতা সম্পর্কে জানা যাবে। তার মাধ্যমে আমরা তথ্য-সমাজ নিশ্চিত করতে পারব।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১২৮তম আবির্ভাব বর্ষবরণ স্মরণ ও সৎসঙ্গ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্মেলন ও নবীনবরণ উপলক্ষে "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বঙ্গীয় সৎসঙ্গ দর্শন" শীর্ষক আলোচনা সভা গত ২৯ জুলাই ২০১৬ জগন্নাথ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ও সৎসঙ্গ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. অসীম সরকার।

ফার্মেসী শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে Focus Group Discussion Meeting on B. Pharm. and Pharm. D Syllabi and Seminar on "Discovering More Opportunities than We See for Our Pharmacists in Bangladesh" শীর্ষক দিন-ব্যাপী সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম ও বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলের সহ-সভাপতি এম মোসাদ্দেক হোসেন। এছাড়া, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামিল হাবিব।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ করে ওষুধ শিল্পে বিগত এক দশকে ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নতুন নতুন নামে অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি স্থাপিত হয়েছে, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওষুধ তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ওষুধ বিশ্বের ১০০টির বেশী দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। তিনি ওষুধের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ সারগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামিল হাবিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের চাহিদা পূরণ করে আসছে। আমাদের ফার্মাসিস্টরা এই শিল্প বিকাশে দেশ-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষার গুণগত মান যাচাই শীর্ষক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে "Orientation University of Dhaka to Self Assessment Program" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা গত ২৪ জুলাই ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ স্বাগত বক্তব্য দেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুব আহসান খান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠত্বের কালচার গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বিশ্বমানের গ্র্যাজুয়েট তৈরির লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মানের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য বলেন, মানবিক মূল্যবোধের অভাবে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিপথগামী শিক্ষার্থী হত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। এ ধরণের গ্র্যাজুয়েট দেশের কোন কাজে আসবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে শিক্ষকদের দায়িত্ব নিতে হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শতাধিক শিক্ষক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'তৃতীয় জাতীয় আলোকচিত্র' উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৯ জুলাই ২০১৬ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকি উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অতিথিদের এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করতে দেখা যাচ্ছে।

তৃতীয় জাতীয় আলোকচিত্র উৎসব

একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়েও অধিক শক্তিশালী-উপাচার্য

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'তৃতীয় জাতীয় আলোকচিত্র' উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৯ জুলাই ২০১৬ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ডিইউপিএস-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক লিয়াকত আলী লাকি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান নূর এমপি বর্তমান ধর্মীয় সন্ত্রাস প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, কোন ধর্মে হত্যা কিংবা সন্ত্রাসের স্থান নেই। বিশেষত ইসলাম ধর্মে মানুষ হত্যা কোনভাবেই সমর্থন করে না। তাই সংস্কৃতিকর্মীসহ সকলকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, ফটোগ্রাফির একটি নিজস্ব ভাষা আছে। একটি ছবি দশ হাজার শব্দের চেয়েও অনেক শক্তিশালী। ফটোগ্রাফি অনেক জনপ্রিয় মাধ্যম। তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশে ফটোগ্রাফি চর্চা তরুণরা আগ্রহ নিয়েই করছে। কেউ শখের বশে, কেউ পেশাদারিত্বের সঙ্গে। ফটোগ্রাফিক বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে হবে। একাডেমিকভাবে পাঠ্যসূচিতে ফটোগ্রাফি অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উপাচার্য গুরুত্বারোপ করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি সারাদেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ২,০০০ এর বেশি আলোকচিত্রির প্রায় ১০,০০০ ছবি জমা পড়ে। ২৩শে জুলাই বিচারকগণের বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাইকৃত ছবিগুলো প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী উৎসবে ৫টি গ্রুপে সর্বমোট ১৫৩ টি ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে এবং ১২ জন আলোকচিত্রিকে পুরস্কৃত করা হবে। গ্রুপগুলো হলঃ ১- স্কুল ও কলেজ ২- বিশ্ববিদ্যালয় ৩- পেশাগত ৪- ডিইউপিএস এর সদস্যদের ৫- ফটো স্টোরি। এছাড়াও নবীন আলকচিত্রীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এবং বাংলাদেশের আলোকচিত্র শিল্পের ইতিহাস ও বৈচিত্র তুলে ধরতে বাংলাদেশের কিংবদন্তী ১০ জন আলোকচিত্রীদের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে EMINENTS WAY নামে। প্রদর্শনীর পাশাপাশি ডিইউপিএস ৩টি ভিন্ন আলোকচিত্র কর্মশালার আয়োজন করেছে। একটি স্কুল এবং কলেজ বিভাগের জন্য এবং আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের জন্য। সর্বশেষ কর্মশালাটি একটি যৌথ কর্মশালা হবে যেখানে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে ।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ২ ও ৬ নং জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে চলবে ২৯শে জুলাই থেকে ২ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত। সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে শিল্পকলা একাডেমিতে ২ আগস্ট ২০১৬ বিকাল ৬টায়। সকালে উৎসব উপলক্ষে এক শোভাযাত্রা অপরাজেয় বাংলা থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে একটি স্মারক গ্রন্থ। এই আয়োজনে সহযোগিতা করেছে AnonTex Group Bangladesh Limited।

চারুকলা অনুষদে 'জলকেলি' প্রদর্শনী

'জলকেলি' শীর্ষক এক জলরং প্রদর্শনী গত ২৬ জুলাই ২০১৬ উদ্বোধন করা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারীতে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন। এ সময় শিল্পী জামাল আহম্মেদ ও আনিসুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

৬ জন সমসাময়িক দলীয় এই প্রদর্শনীতে শিল্পীরা হলেন আরিফুল ইসলাম, ইস্কান্দার মির্জা, সৈকত হোসাইন, জান্নাতুল ফেরদৌস, রফিকুল ইসলাম এবং শেখ ফাইজুর রহমান। সকলেই একই মাধ্যমে কাজ করলেও চিত্র কর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য। আরিফুল ইসলাম তার কাজে ফুটিয়ে তুলেছেন পুরান ঢাকার জীবনযাত্রা। ইস্কান্দার মির্জা বেছে নিয়েছেন ফুল লতাপাতা। তিনি প্রাচ্যদেশীয় ও আধুনিক জলরং কৌশলের এক মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং ঘোড়ার চারিত্রীক বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। সৈকত হোসাইনের কাজে ফুটে উঠেছে গ্রামের জীবনযাত্রা এবং প্রকৃতিতে আলোর উপস্থিতি। জান্নাতুল ফেরদৌস বেছে নিয়েছেন প্রকৃতির মধ্যকার বিমূর্ত প্রকাশ। রফিকুল ইসলামের অনুপুঙ্খ যান্ত্রিক জটিলতা উপস্থাপন মানুষের যান্ত্রিক জীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। শেখ ফাইজুর বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন জাহাজ ও অন্যান্য নৌযানকে। আলোছায়ার বৈপরীত্য ও রেখার প্রাধান্য পেয়েছে তার কাজে।

প্রদর্শনী চলে ৩১ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল।

'বন্ধুত্বের হাত ধরে এগিয়ে চল আগামীর পথে' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের '১ম পুনর্মিলনী-২০১৬' উপলক্ষে গত ২৩ জুলাই ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা'র উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। উপাচার্যের নেতৃত্বে পদযাত্রাটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়।

অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ১২ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৫ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ১২জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। গত ২৬ জুলাই ২০১৬ আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কারের চেক তুলে দেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মী ফিলিপ গাইন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা হলেন- মনিরা বেগম, নুজায়রা তারান্নুম, মালিহা তাবাসসুম, তানজিনা তানিন, আলী আহসান, এমরান হোসেন, মো: আশরাফুল গনি, মেহেদী হাসান, মাহমুদুল হাসান, মো: জাহিদ-ই-হাসান, বাপ্পী কুমার পাল এবং শামীমা সুলতানা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণ-সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই সৎ, দেশপ্রেমিক এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে। প্রয়াত অধ্যাপক সিতারা পারভীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ শিক্ষক। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আলোকিত সমাজ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

কাজী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পেলেন ৩ কৃতী শিক্ষার্থী

বিএস সম্মান এবং এমএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থী কাজী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক ও বৃত্তি লাভ করেছেন। এছাড়া, কাজী মোতাহার হোসেনের জীবন ও দর্শন শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করায় ৩জন শিক্ষার্থীকে কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৩১ জুলাই ২০১৬ টিএসসি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পদক ও পুরস্কার তুলে দেন। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন এবং পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. সনজীদা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম 'কাজী মোতাহার হোসেনের সঞ্চরণ : চিন্তার পরিধি ও ব্যাকরণ' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ জলিল ও কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রওনাক হোসেন বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জ্ঞানতাপস অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এর উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নেতৃত্ব ও পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানেই শুধু নিয়োজিত ছিলেন না, একইসাথে তিনি সমাজের জন্য, দেশের জন্য, মাতৃভাষার জন্য কী করণীয় তা শ্রেণিকক্ষের ভেতর ও বাহিরে শিক্ষার্থীদের বোঝাতেন। মানব সভ্যতার উন্নয়নে তিনি অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর আদর্শ ও রচনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, আমরা কঠিন সময় অতিবাহিত করছি। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ও বিত্তবান পরিবারের সদস্যরা জঙ্গি হয়ে অস্ত্র হাতে দেশি-বিদেশি মানুষ নৃশংসভাবে হত্যা করছে। শিক্ষক হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাই কাজী মোতাহার হোসেনের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহজ, সরল, সৎ ও সুন্দর পথ অবলম্বন করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

কাজী মোতাহার হোসেন স্মৃতি স্বর্ণপদক পেলেন এমএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী মিরাজুল ইসলাম এবং বৃত্তি পেলেন বিএস অনার্স পরীক্ষায় যৌথভাবে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত মোছা: সোনিয়া খাতুন ও এ এইচ এম মুশফিকুর রহমান নবীন। এছাড়া, রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীরা হলেন যথাক্রমে মোশারফ হোসেন, মো: হাসিবুল ইসলাম ও তুশি মারইয়াম।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম ইমামুল হক-এর Research Publications, Vol.-1 প্রকাশনা উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান গত ৩০ জুলাই ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫